বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৩-২০২৪

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর

পূর্ব পর্যটনপাড়া, টেক্সটাইল মোড়, রংপুর
pid.rangpurdiv.gov.bd

তথ্য অধিদফতর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

প্রকাশকাল : আগস্ট ২০২৪ খ্রি.

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়

- মো. মামুন অর রশিদ
  সিনিয়র তথ্য অফিসার
  আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর

সহযোগিতায়

- ফাতেমা জান্নাতুল ফেরদৌস সুরভী, তথ্য অফিসার
- মোঃ রুপাল মিয়া, সহকারী তথ্য অফিসার
- আয়েশা সিদ্দিকা, সহকারী তথ্য অফিসার
- অর্জুন কুমার রায়, তথ্য সহকারী
- মোঃ ওয়াদুদ হাসান বাঁধন, আলোকচিত্রগ্রাহক
- মোঃ মিজানুর রহমান, টেলেক্স অপারেটর

প্রকাশনায় : আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর

ভূমিকা

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর তথ্য অধিদফতরের অধীন সরকারের একটি প্রচার ও প্রচার-সমন্বয়কারী গুরুত্বপূর্ণ অফিস। ২০২১ সালের ১লা জুলাই এ অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। গণমাধ্যমকর্মীদের নিকট অফিসটি 'পিআইডি, রংপুর' নামে পরিচিত। সরকারের নির্ভরযোগ্য সংবাদ উৎস হিসাবে আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর সবসময় জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারি সংবাদ ও ছবি গণমাধ্যমে সরবরাহ করে। এ অফিস তথ্যবিবরণী, আলোকচিত্র, নিবন্ধ ও ফিচারের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের নিকট পৌঁছায়। আবার সরকারের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের প্রতিক্রিয়া ও জনগুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রেসট্রেন্ড ও প্রেস ক্লিপিং আকারে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছানো হয়। এভাবে আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্যের সেতুবন্ধ হিসাবে কাজ করছে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	অনুমোদিত জনবল কাঠামো	৫
০২	কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য	৬
০৩	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণী	৭-৮
০৪	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৯
০৫	তথ্যবিবরণী	১০-১৮
০৬	ডিজিটাল ফটোকভারেজ	১৯-২৩
০৭	প্রেসট্রেন্ড	২৪-৩০
০৮	প্রেসক্লিপিংস	৩১
০৯	ফিচার	৩২-৩৭
১০	গণমাধ্যমের উন্নয়নে মতবিনিময় সভা	৩৮-৪০
১১	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৪১-৪৩
১২	শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন	৪৪
১৩	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন	৪৫
১৪	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন	৪৬
১৫	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন	৪৭
১৬	তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন	৪৮
১৭	সিটিজেন চার্টার	৪৯-৫১

অনুমোদিত জনবল কাঠামো

ক্র. নং	পদবি	গ্রেড	সংখ্যা	মন্তব্য
০১	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	৫ম	০১ জন	বিসিএস (তথ্য-সাধারণ)
০২	সিনিয়র তথ্য অফিসার	৬ষ্ঠ	০২ জন	বিসিএস (তথ্য-সাধারণ)
০৩	তথ্য অফিসার	৯ম	০২ জন	বিসিএস (তথ্য-সাধারণ)
০৪	সহকারী তথ্য অফিসার	১০ম	০২ জন	
০৫	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	০১ জন	
০৬	প্রধান সহকারী	১১তম	০১ জন	
০৭	তথ্য সহকারী	১১তম	০২ জন	
০৮	আলোকচিত্রগ্রাহক	১১তম	০২ জন	
০৯	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬তম	০১ জন	
১০	গাড়ি চালক	১৬তম	০১ জন	
১১	অফিস সহায়ক	২০তম	০২ জন	
		মোট	১৭ জন	

কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য

ক্রমিক	নাম	পদবি	গ্রেড	মোবাইল নম্বর	মন্তব্য
০১	মো. মামুন অর রশিদ	সিনিয়র তথ্য অফিসার	৬ষ্ঠ	০১৭৬৬৬২১১৮৩	বিসিএস ব্যাচ : ৩৬
০২	ফাতেমা জান্নাতুল ফেরদৌস সুরভী	তথ্য অফিসার	৯ম	০১৭২৩২৫৫৯২২	বিসিএস ব্যাচ : ৪১
০৩	মোঃ রুপাল মিয়া	সহকারী তথ্য অফিসার	১০ম	০১৭৩৭১১২২৯৭	-
০৪	আয়েশা সিদ্দিকা	সহকারী তথ্য অফিসার	১০ম	০১৭৮৯৪৬৪৬৮৯	-
০৫	অর্জুন কুমার রায়	তথ্য সহকারী	১১তম	০১৭৫০৬৪৫৩১১	-
০৬	মোঃ ওয়াদুদ হাসান বাঁধন	আলোকচিত্রগ্রাহক	১১তম	০১৭২২৬২৩১৪৫	-
০৭	মোঃ মিজানুর রহমান	টেলেক্স অপারেটর	১৪তম	০১৭২২৩৯৯১৩৪	সংযুক্তিতে কর্মরত
০৮	মোঃ শামীম আল মামুন	ফটোকপি অপারেটর	১৮তম	০১৭৫৬২১৯১৩৯	সংযুক্তিতে কর্মরত
০৯	মোছাঃ শারমিন সুলতানা	ফটোকপি অপারেটর	১৮তম	০১৭৩৮৬৭৫৫৯৫	সংযুক্তিতে কর্মরত
১০	মোঃ আল আমিন সরকার	অফিস সহায়ক	২০তম	০১৭৫৭০৩৪০৭২	-
১১	মোছাঃ তাছলিমা আক্তার	অফিস সহায়ক	২০তম	০১৭৬১১৭৮৬৩৭	সংযুক্তিতে কর্মরত
১২	মোছাঃ নাছিমা খাতুন	অফিস সহায়ক	২০তম	০১৭৩০৯৫৩৫১১	-
১৩	বিশ্বজিৎ কুমার রায়	অফিস সহায়ক	২০তম	০১৭৬৮৮৯৪৭৩২	সংযুক্তিতে কর্মরত

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণী

কোড	উপখাত	বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত সমর্পণ	মন্তব্য
৩১১১	নগদ মজুরি ও বেতন				
৩১১১১০১	কর্মকর্তাদের বেতন	১,৫৭৫,০০০.০০	১,২৪৭,১৬৬.৬৬	৩২৭,৮৩৩.৩৪	
৩১১১১১০	ছুটি নগদায়ন বেতন(অফিসার)	১,১২০,০০০.০০	০.০০	১,১২০,০০০.০০	
৩১১১২০১	মূল বেতন কর্মচারী	১,০৪৫,০০০.০০	৯৪২,৩০৯.৯৯	১০২,৬৯০.০১	
৩১১১২০৯	ছুটি নগদায়ন বেতন (কর্মচারী)	৫,০০০.০০	০.০০	৫,০০০.০০	
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩৫,০০০.০০	২০,৩৯৯.৯৯	১৪,৬০০.০১	
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা	৬০,০০০.০০	৩৬,৯৯৯.৯৮	২৩,০০০.০২	
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা	১,৪০০,০০০.০০	৯৯৫,০৮৭.৫৭	৪০৪,৯১২.৪৩	
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	২৩০,০০০.০০	১৪৯,৯৯৯.৯৯	৮০,০০০.০১	
৩১১১৩১২	মোবাইল/সেল ফোন ভাতা	১০,০০০.০০	০.০০	১০,০০০.০০	
৩১১১৩১৩	আবাসিক টেলি. নগদায়ন ভাতা	৫০,০০০.০০	০.০০	৫০,০০০.০০	
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	২৫,০০০.০০	১৩,৫৯৯.৯৯	১১,৪০০.০১	
৩১১১৩১৬	ধোলাই ভাতা	৫,০০০.০০	২,৪০০.০০	২,৬০০.০০	
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৬০০,০০০.০০	৪২৯,৫১০.০০	১৭০,৪৯০.০০	
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	৮০,০০০.০০	২০৪৪০.০০	৫৯,৫৬০.০০	
৩১১১৩৩৫	নববর্ষ ভাতা	৬০,০০০.০০	৪০,৫৩৮.০০	১৯,৪৬২.০০	
৩১১১৩৪৪	খোরপোষ ভাতা (সাসপেনশন)	৪৫,০০০.০০	০.০০	৪৫,০০০.০০	
৩১১১৩৫২	বিশেষ সুবিধা	১৫০,০০০.০০	১২১,৮৪৫.৩৪	২৮,১৫৪.৬৬	
উপমোট-নগদ মজুরি ও বেতন		৬,৪৯৫,০০০.০০	৪,০২০,২৯৭.৫১	২,৪৭৪,৭০২.৪৯	
৩২১১	প্রশাসনিক ব্যয়				
৩২১১১০২	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	৫০,০০০.০০	১৭,২০৮.০০	৩২,৭৯২.০০	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	০.০০	
৩২১১১০৭	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	১,৪৩০,০০০.০০	১,৪৩০,০০০.০০	০.০০	
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	১৬০,০০০.০০	১৬০,০০০.০০	০.০০	
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ	৬০,০০০.০০	৪২,০৪৪.০০	১৭,৯৫৬.০০	
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	৫০,০০০.০০	৩৫,২২৩.০০	১৪,৭৭৭.০০	
৩২১১১১৯	ডাক	৫,০০০.০০	০.০০	৫,০০০.০০	
৩২১১১২০	টেলিফোন	৮০,০০০.০০	২৮,১৫৯.০০	৫১,৮৪১.০০	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	৬০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	০.০০	
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৯৫,০০০.০০	৯৫,০০০.০০	০.০০	
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া	৫০০,০০০.০০	৩৪৫,০০০.০০	১৫৫,০০০.০০	
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	১০০,০০০.০০	৫৮,৮৩০.০০	৪১,১৭০.০০	
৩২১১১৩৪	শ্রমিক মজুরি	১০০,০০০.০০	৩২,০০০.০০	৬৮,০০০.০০	
উপমোট-প্রশাসনিক ব্যয়		২,৭৬০,০০০.০০	২,৩৭৩,৪৬৪.০০	৩৮৬,৫৩৬.০০	

কোড	উপখাত	বরাদ্দ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রকৃত ব্যয়	উদ্বৃত্ত সমর্পণ	মন্তব্য
৩২৩১	প্রশিক্ষণ				
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৩০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	০.০০	
উপমোট-প্রশিক্ষন ব্যয়		৩০০,০০০.০০	৩০০,০০০.০০	০.০০	
৩২৪৪	ভ্রমণ ও বদলি				
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	৩০০,০০০.০০	১৬৮,৬৪৫.৫০	১৩১,৩৫৪.৫০	
মোট ভ্রমণ ও বদলি		৩০০,০০০.০০	১৬৮,৬৪৫.৫০	১৩১,৩৫৪.৫০	
৩২৫৫	মুদ্রণ ও মনিহারি				
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারি	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	০.০০	
মোট মুদ্রণ ও মনিহারি		২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	০.০০	
৩২৫৬	সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী				
৩২৫৬১০৫	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৫০০০	০.০০	৫,০০০.০০	
৩২৫৬১০৬	পোশাক	২০,০০০.০০	৪,৩০০.০০	১৫,৭০০.০০	
মোট সাধারণ সরবরাহ ও কাঁচামাল সামগ্রী		২৫,০০০.০০	৪,৩০০.০০	২০,৭০০.০০	
৩২৫৭	পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ সেবা				
৩২৫৭২০৬	সম্মানি	১১০,০০০.০০	১১০,০০০.০০	০.০০	
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	৮০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	০.০০	
মোট পেশাগত সেবা, সম্মানি ও বিশেষ সেবা		১৯০,০০০.০০	১৯০,০০০.০০	০.০০	
৩২৫৮	মেরামত ও সংরক্ষণ				
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৫০০০	০.০০	৫,০০০.০০	
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১০,০০০.০০	০.০০	১০,০০০.০০	
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১০,০০০.০০	০.০০	১০,০০০.০০	
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	১০,০০০.০০	০.০০	১০,০০০.০০	
মোট মেরামত ও সংরক্ষণ		৩৫,০০০.০০	০.০০	৩৫,০০০.০০	
৪১১২	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি				
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১২০,০০০.০০	১১৭,৭৫৭.০০	২,২৪৩.০০	
৪১১২৩০৫	অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	০.০০	
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	০.০০	
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২৫০,০০০.০০	২৫০,০০০.০০	০.০০	
মোট যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৫৩০,০০০.০০	৫২৭,৭৫৭.০০	২,২৪৩.০০	
সর্বমোট=		**১০,৮৩৫,০০০.০০**	**৭,৭৮৪,৪৬৪.০১**	**৩,০৫০,৫৩৫.৯৯**	

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাস্তবায়িত কার্যক্রম

ক্র. নং	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	কার্যক্রম	একক	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জন
১.	সরকারের উন্নয়ন প্রচার	[১.১.১] ফিচার ও নিবন্ধ প্রকাশ	সংখ্যা	২০	২৫
		[১.১.২] ডিজিটাল ফটোকভারেজ	সংখ্যা	১৭০	৩৮৩
		[১.১.৩] তথ্যবিবরণী বিতরণ	সংখ্যা	৭০	৫০২
২.	গণমাধ্যমের সংবাদ সরকারের দৃষ্টিগোচরকরণ	[২.১.১] প্রেসট্রেন্ড বিতরণ	সংখ্যা	১৭০	২১৮
		[২.১.২] প্রেসক্লিপিংস বিতরণ	সংখ্যা	৬০০	৯৩০
৩.	গণমাধ্যমের উন্নয়ন	[৩.১.১] মতবিনিময় সভা/সেমিনার	সংখ্যা	১	৬
৪.	জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং সমৃদ্ধকরণ কার্যক্রম জোরদার	[৪.১.১] ফিচার ও নিবন্ধ সংরক্ষণ	সংখ্যা	২০	২৫
		[৪.১.২] ডিজিটাল ফটো সংরক্ষণ	সংখ্যা	১৭০	৩৮৩
		[৪.১.৩] তথ্যবিবরণী সংরক্ষণ	সংখ্যা	৭০	৫০২
		[৪.১.৪] প্রেসটেন্ড সংরক্ষণ	সংখ্যা	১৭০	২১৮
		[৪.১.৫] প্রেসক্লিপিংস সংরক্ষণ	সংখ্যা	৬০০	৯৩০

তথ্যবিবরণী

অর্থবছর	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	রিলিজকৃত তথ্যবিবরণীর সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	৭০	৫০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে
—– স্পিকার

রংপুর, ৮ই অগ্রহায়ণ (২৩শে নভেম্বর) :

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সহযোগিতায় সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের কল্যাণে নিবেদিত হয়ে কাজ করতে হবে। সঠিক পরিচর্যা পেলে তারাও সমাজে সাধারণ মানুষের মতো অবদান রাখতে পারবে। আজ (২৩শে নভেম্বর) পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে ‘সঙ্গে আছি’ ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও সেমস গ্লোবাল-এর সহযোগিতায় বিশেষ শিশুদের স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল-২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, সঙ্গে আছি ফাউন্ডেশন পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল শিশুদের জন্য গত তিন বছর ধরে কাজ করছে। এটি একটি মহৎ কাজ। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুর মাঝে কোনো না কোনো প্রতিভা সুপ্তাবস্থায় থাকে। এই প্রতিভা বিকশিত করতে তাদের উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। আর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য প্রয়োজন বিশেষ যত্ন। এদের যারা পরিচর্যার দায়িত্বে থাকেন তাদের অনেক সহনশীল হতে হয়। এসব শিশুর পিতা-মাতা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে বর্তমান সরকার এসব শিশুর কল্যাণে কাজ করতে সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে। ২০১০ সালে মিরপুরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের একটি ক্যাম্পাস এবং সেখানে অটিজম রিসার্চ সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে । চিকিৎসা সেবা, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে এই বহুমুখী কমপ্লেক্সে সুবর্ণা ভবন স্থাপন করা হয়েছে । বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ প্রণয়ন এবং ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের সেবা দেওয়ার জন্য ‘বলতে চাই’ ও ‘স্মার্ট অটিজম বার্তা’ নামক দুইটি অ্যাপস চালু করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন সঙ্গে আছি ফাউন্ডেশনের পরিচালক আজিজুল ইসলাম বাঁধন, ফাউন্ডেশনের সভাপতি জসিম উদ্দিন খান ও অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র জজ ফজলুল আলম প্রমুখ।

#

অর্জুন/মামুন/রুপাল/২০২৩/২০:১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৬১

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ *: প্রধান নির্বাচন কমিশনার*

রংপুর, ৪ঠা পৌষ, (১৯শে ডিসেম্বর) :

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। নির্বাচন একটা বিশাল কর্মযোগ্য। এই নির্বাচনে ৪২ হাজার কেন্দ্রে ২ লক্ষ ৬২ হাজার বুথ থাকবে। নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৭ লক্ষ সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন। ১৯শে ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ভোটের দিন জনগণ ভোট দিতে আসতে পারলেন কিনা, লাইনে দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে পারলেন কিনা, ভোট দিতে পারলেন কিনা, ভোট দিয়ে বাড়িতে ফিরতে পারলেন কিনা— তার উপর নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করবে। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পেশাদারিত্ব বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। সরকারি আমলারা কোনো দলের নন, তাঁরা নিরপেক্ষ। সরকারি আমলারা সরকার, রাষ্ট্র ও জনগণের পক্ষে কাজ করে থাকেন।

এ ছাড়াও তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের অর্থনীতিতে যদি নিষেধাজ্ঞা আসে, তাহলে দেশের অবস্থা ভয়ংকর হতে পারে। দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ুক, এটা কোনো সুনাগরিক কামনা করতে পারেন না। এ কারণে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে হবে। নির্বাচন স্বচ্ছভাবে করলে গণমাধ্যম নেতিবাচক কিছু তুলে ধরতে পারবে না। গণমাধ্যম নির্বাচনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। গণমাধ্যমের কাজে বাধা প্রদান না করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানান।

রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিভাগীয় কমিশনার মো: হাবিবুর রহমান। মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব মো: জাহাংগীর আলম।

#

অর্জুন/মামুন/রুপাল/২০২৩/১৮:৩০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৭২

দেড় দশকে রংপুর বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ১৩ লক্ষ আর্থিক উপকারভোগী

রংপুর, ৮ই মাঘ, (২২শে জানুয়ারি) :

গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) ১৮টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চিহ্নিত করেছে। এসব কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো 'সামাজিক নিরাপত্তা', 'সামাজিক ক্ষমতায়ন' ও 'সামাজিক সুরক্ষা' নিশ্চিত করা। রংপুর বিভাগে দারিদ্র্যের হার তুলনামূলক বেশি হওয়ায় এখানে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যাও বেশি।

গত দেড় দশকে রংপুর বিভাগের ৮ জেলায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৬৭৪ জন আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছেন। এর মধ্যে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৯০০ জনকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বয়স্কভাতা প্রদান করা হয়েছে। ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৯১৫ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হয়েছে। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ৮১ জনকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বয়স্ক/বিশেষ ভাতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ৪৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ভিক্ষুক পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ১ হাজার ৪৯৯ জন ভিক্ষুককে জনপ্রতি ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে সরকার হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করেছে। এর আওতায় রংপুর বিভাগের ২৩১ জন হিজড়া শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন হারে (প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১ হাজার টাকা ও উচ্চতর স্তরে ১ হাজার ২০০ টাকা) মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় রংপুর বিভাগের ১ হাজার ৩৭০ জনকে ৫ হাজার টাকা হারে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা সহায়তাও প্রদান করা হয়। ক্যানসার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদ্‌রোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগীরদের চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির আওতায় রংপুর বিভাগের ৩ হাজার ৭৮৬ জনকে ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ১২ হাজার ৩৭০ জনকে ৩ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

১১টি সরকারি শিশু পরিবারের (বালক-বালিকা) ১ হাজার ২২৫ জন এতিম শিশুকে প্রতিপালন বাবদ জনপ্রতি ৪ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধিত বেসরকারি এতিমখানার ২০ হাজার ৭০২ জন উপকারভোগীকে জনপ্রতি ২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধিত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ১ হাজার ৫৫০ জনকে ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগের কারণে রংপুর বিভাগের দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বোপরি জনগণের জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে।

উল্লেখ্য, গরিব ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ১১৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত সামাজিক সুরক্ষা সেবার আওতায় মোট উপকারভোগী ১০ কোটি ৬১ লক্ষ ১৪ হাজার জন।

#

অর্জুন/মামুন/রুপাল/২০২৪/১০:০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর

ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫

আজকের মেধাবী শিক্ষার্থীরাই হবে স্মার্ট বাংলাদেশের কারিগর

—স্পীকার

রংপুর, ৩রা বৈশাখ, (১৬ই এপ্রিল) :

আজকের মেধাবী শিক্ষার্থীরাই হবে স্মার্ট বাংলাদেশের কারিগর। মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ তৈরি করতে হবে। মঙ্গলবার (১৬ই এপ্রিল) বিকালে রসুলপুর মাহ্তাবিয়া স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে কুমেদপুর ইউনিয়নের কৃতী সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এসব কথা বলেন।

স্পীকার আরও বলেন, জ্ঞানভিত্তিক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে মেধাবী শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। এজন্য নতুন প্রজন্মকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। এই শিক্ষাবান্ধব সরকার নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নারীশিক্ষার প্রসার ঘটছে। বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য নেই। যার প্রমাণ অসহায় ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরাও উচ্চশিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হচ্ছেন।

কুমেদপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোঃ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, পুলিশ সুপার ফেরদৌস আলী চৌধুরী, পীরগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এ এস এম তাজিমুল ইসলাম শামীম, পীরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইকবাল হাসান, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পীরগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক নুরুল আমিন রাজা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুমেদপুর ইউনিয়নের ৩৮ জন কৃতী শিক্ষার্থী ও ২৮ জন কৃতী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

#

রুপাল/মামুন/২০২৪/১৯:৪০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৪৭

চরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমবায়ভিত্তিক চাষ

—পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী

রংপুর, ২৮শে বৈশাখ, (১১ই মে) :

চরাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সমবায়ভিত্তিক চাষ। এজন্য আধুনিক সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। বাংলাদেশের কৃষিখাতকে সমবায়ের আওতায় আনতে হবে, যাতে কৃষকের সার, বীজ ও কীটনাশক প্রয়োগে অসুবিধা না হয়। শনিবার (১১ই মে) রংপুরের গংগাচড়া উপজেলার পূর্ব ইচলী চরে তামাক চাষ অধ্যুষিত অঞ্চলে তামাকের পরিবর্তে গম ও ভুট্টা উৎপাদন কর্মসূচির আওতায় ফসল কাটা-মাড়াই উৎসব ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক মোঃ খুরশীদ ইকবাল রেজভী।

প্রতিমন্ত্রী উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা প্রসঙ্গে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা দূরীভূত হয়েছে। সরকারের কৃষি প্রণোদনার ফলে চরাঞ্চলের জমিগুলোতে বছরে তিনবার ফসল উৎপাদন হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভালোবাসা থাকায় দেশে সর্বত্র উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। তামাক চাষ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তামাক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাই তামাক চাষ পরিহার করে চরাঞ্চলে গম ও ভুট্টা চাষ করতে হবে। চরাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সমবায় ব্যাংক সহজ শর্তে কৃষকদের ঋণ প্রদান করবে। এ ছাড়া সমন্বিত চর উন্নয়ন প্রকল্প, টেকসই সোলার প্রজেক্ট ও বজ্রপাত নিরোধক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন রংপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এটিএম তাহমিদুজ্জামান, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের টেকনিক্যাল উপদেষ্টা একেএম জাকারিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে গংগাচড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রুহুল আমীন, গংগাচড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদ তামান্না, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সরকারি কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, কৃষক ও সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষক সমাবেশের পূর্বে প্রতিমন্ত্রী বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ও সুইসকন্ট্যাক্ট কর্তৃক চরাঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন এমফোরসি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং একটি ভ্রাম্যমাণ সোলার সেচপাম্প উদ্বোধন করেন।

#

অর্জুন/মামুন/রুপাল/২০২৪/১৭:০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫

রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ-বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রংপুর, ২০শে জ্যৈষ্ঠ (৩রা জুন)

রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের আয়োজনে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ-বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৩রা জুন) রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জাকির হোসেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের সিনিয়র তথ্য অফিসার মোঃ মামুন অর রশিদ।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, গণমাধ্যম হলো সমাজের দর্পণ। গণমাধ্যম যত শক্তিশালী হবে, রাষ্ট্র তত শক্তিশালী হবে। সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নে গণমাধ্যমের কার্যকর ভূমিকা রয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণেও গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি সাংবাদিকগণকে সাহসের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের আহ্বান জানান।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আবু জাফর বলেন, সংবাদপত্র হচ্ছে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গণমাধ্যম দেশের উন্নয়নের স্বার্থেই সমাজের বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি ও অসঙ্গতি তুলে ধরে। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সাংবাদিকদের সততা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তৃতায় সিনিয়র তথ্য অফিসার বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ হবে এমন এক বাংলাদেশ, যেখানে কোনো প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী থাকবে না। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে অতিমাত্রায় প্রযুক্তিনির্ভর। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সুফল যেমন কাজে লাগাতে হবে, তেমনি চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমের ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণমাধ্যমের পেশাদার ও সাহসী ভূমিকা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণমাধ্যমকে নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা প্রচার করার অনুরোধ জানান।

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে সাংবাদিকগণ বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে গণমাধ্যমকে আগেই স্মার্ট হতে হবে। স্মার্ট প্রযুক্তি ও স্মার্ট সাংবাদিক ছাড়া স্মার্ট গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। গণমাধ্যমকে স্মার্ট ও সময়োপযোগী করতে সাংবাদিকগণ সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।

কর্মশালায় রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের তথ্য অফিসার ফাতেমা জান্নাতুল ফেরদৌস সুরভী, সহকারী তথ্য অফিসার মোঃ রুপাল মিয়া ও রংপুরের স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

অর্জুন/মামুন/সুরভী/রুপাল/২০২৪/১৮:৪০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৫১

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রপুর বিভাগের ১ হাজার ৩৭০ জন চা-শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা প্রদান

রংপুর, ৮ই আষাঢ়, (২২শে জুন) :

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রপুর বিভাগের ১ হাজার ৩৭০ জন চা-শ্রমিককে জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সমাজসেবা অধিদফতর এই আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের মধ্যে পঞ্চগড় জেলার ৮১৯ জন, ঠাকুরগাঁও জেলার ৩৩১ জন ও লালমনিরহাট জেলার ২২০ জন। উল্লেখ্য, সরকার ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

#

মামুন/রুপাল/২০২৪/১২:৫০

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫০০

বিসিকের উদ্যোগে রংপুর বিভাগে

এক হাজার ১৫০ জনকে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

রংপুর, ১৫ই আষাঢ়, (২৯শে জুন) :

শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) উদ্যোগে রংপুর বিভাগে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এক হাজার ১৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রংপুর বিভাগে বিসিকের আট জেলা কার্যালয় ৪৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এসব প্রশিক্ষণার্থীকে শিল্প উদ্যোক্তা উন্নয়ন-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পাঁচ দিনব্যাপী প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতীয় শিল্পনীতি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা, বিসিক ওয়ানস্টপ সার্ভিস, বিসিক অনলাইন মার্কেটিং, শিল্পায়নে এসএমই-এর ভূমিকা, শিল্পায়নে ঋণদান পদ্ধতি, সফল উদ্যোক্তার গুণাবলি, নতুন ব্যবসায়িক ধারণা চিহ্নিতকরণ, মাইক্রো স্ক্রিনিং, ম্যাক্রো স্ক্রিনিং প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শিল্প উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণে বিসিকের এসব প্রশিক্ষণ কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

#

মামুন/সুরভী/রুপাল/২০২৪/১৭:১৫

ডিজিটাল ফটোকাভারেজ

অর্থবছর	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	রিলিজকৃত তথ্যবিবরণীর সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	১৯০	৩৮৩

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এর রিলিজকৃত কয়েকটি ফটোকাভারেজ

রংপুর বিভাগের সকল ডিপিইও এবং পিটিআই সুপারিনটেনডেন্টগণের সাথে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন।(বৃহস্পতিবার, ২০ জুলাই, ২০২৩) -পিআইডি,রংপুর

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান।(মঙ্গলবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৩)-পিআইডি,রংপুর

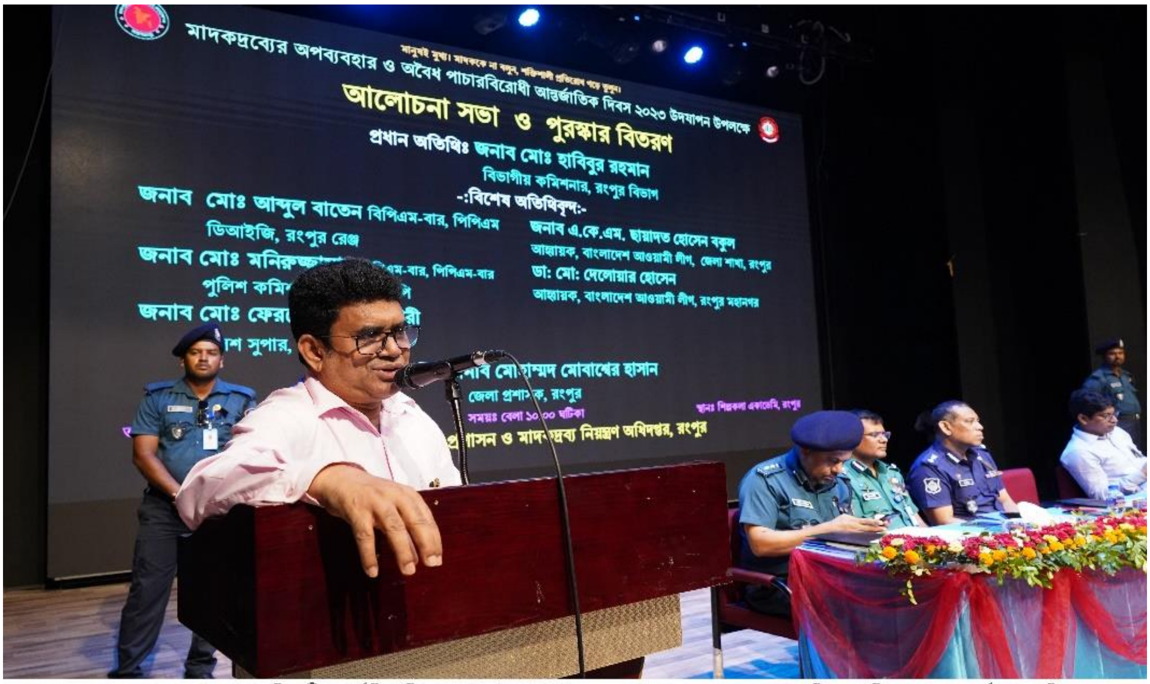

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর রংপুর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান ।(মঙ্গলবার, ২২ আগস্ট ,২০২৩)-পিআইডি,রংপুর

রংপুরের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের অংশগ্রহণে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আয়োজিত "গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা প্রতিরোধ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক নাসিম ।(বুধবার,০১ নভেম্বর,২০২৩)-পিআইডি,রংপুর।

রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস-২০২৩' পালন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান (বৃহস্পতিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩)– পিআইডি, রংপুর

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০২৪ উপলক্ষ্যে রংপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল (মঙ্গলবার, ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩)– পিআইডি, রংপুর

পীরগঞ্জ উপজেলার মদনখালী ইউনিয়নের খালাশপীর দারুল হুদা ফাযিল মাদ্রাসা মাঠে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পীকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী (শুক্রবার, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)-পিআইডি, রংপুর

রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের আয়োজনে বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলনকক্ষে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ-বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন রংপুরের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ জাকির হোসেন (সোমবার, ৩রা জুন, ২০২৪)– পিআইডি, রংপুর

সংবাদ গতিধারা

অর্থবছর	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	প্রেরিত সংবাদ গতিধারা সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	১৭০	২১৮

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এর প্রস্তুতকৃত কয়েকটি সংবাদ গতিধারা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
pid.rangpurdiv.gov.bd

সংবাদ গতিধারা : ১০৫

স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও ফিচারের সংক্ষিপ্ত সার

রংপুর, বৃহস্পতিবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৩

১। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের জন্য কমিশন চেষ্টা করছে : সিইসি

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। তবে নির্বাচন কতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে, তা এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। এজন্য কমিশনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলেও জানান, সিইসি। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনের প্রার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা জানান।

সূত্র: দৈনিক যুগের আলো, দৈনিক প্রথম খবর

২। রংপুরে ভরা মৌসুমেও সবজির দাম বেড়েছে

রংপুরে সপ্তাহের ব্যবধানে বেড়েছে বেগুন ও করলাসহ কিছু সবজির দাম। এছাড়াও দাম বেড়েছে রসুন ও নতুন আলুর। তবে কমেছে গাজর, ছোলাবুট ও পেঁয়াজের দাম। অপরিবর্তিত রয়েছে ডিম, চাল, ডাল ও চিনির বাজার। সপ্তাহের ব্যবধানে খুচরা বাজারে প্রতিকেজি নতুন দেশি পেঁয়াজ (মুড়িকাটা) বিক্রয় হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকা, যা গত সপ্তাহে ছিল ১৩০-১৪০ টাকা। ভারতীয় পেঁয়াজ ১৭০-১৮০ টাকা থেকে কমে বিক্রয় হচ্ছে ১৪০-১৫০ টাকায়। খুচরা বাজারে ডিমের হালি গত সপ্তাহের দরেই ৪০-৪২ টাকায় বিক্রয় করা হচ্ছে। বাজারে আসা নতুন কার্ডিনাল আলু বিক্রয় হচ্ছে ৬০-৭০ টাকা, পুরাতনটা ৫৫-৬০ টাকা এবং শীল আলু ৭০-৮০ টাকা।

সূত্র: দৈনিক প্রথম খবর

৩। পীরগঞ্জে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে খুরা রোগ

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়েছে গোরু-মহিষের খুরা রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হয়ে গত দুই দিনে ৪টি গোরু মারা গেছে। বিভিন্ন গ্রামে আক্রান্ত হয়েছে শত শত গোরু। এতে দুঃশ্চিতায় পড়েছে কৃষকেরা। উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর বলছে, রোগ প্রতিরোধে কাজ করছেন তারা।

সূত্র : দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা

৪। প্রবাসী আয়ে বিশ্বে সপ্তম বাংলাদেশ

প্রবাসী আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম এবং এই আয় সব থেকে বেশি আসে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়ে বৈধ চ্যানেলে বাংলাদেশের মোট প্রবাসী আয়ের পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ২৩ বিলিয়ন বা ২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক ও নোমাডের মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

সূত্র : দৈনিক যুগের আলো, দৈনিক আমাদের প্রতিদিন

৫। রাজনীতি মানুষকে মারার জন্য নয় : মানবাধিকার কমিশন

হরতালের মধ্যে রাজধানীতে ট্রেনে আগুন দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। মঙ্গলবার আগুনে পোড়া আন্তঃনগর মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস দেখে তিনি বলেন, 'রাজনীতি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, মানুষ মারার জন্য নয়।' বিএনপির ডাকা হরতালের মধ্যে নেত্রকোণা থেকে এসে ঢাকায় ঢোকার পথে মঙ্গলবার ভোরে নাশকতার শিকার হয় মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস। এ ঘটনায় পুড়ে যায় ট্রেনটির তিনটি বগি। একটি বগি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে মা ও তার শিশু সন্তানসহ চারজনের লাশ। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল কমলাপুরে গিয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি পরিদর্শন করে।

সূত্র : দৈনিক যুগের আলো

৬। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের রংপুরে আর্থিক সহায়তা প্রদান

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট রংপুরের ছয় সাংবাদিকের চিকিৎসা সহায়তা এবং একজন মৃত সাংবাদিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। বুধবার রংপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এই আর্থিক সহায়তার চেক আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) এ ডাব্লিউ এম রায়হান শাহ।

সূত্র : দৈনিক আমাদের প্রতিদিন, দৈনিক দাবানল, দৈনিক সকালের বাণী

৭। পীরগঞ্জে নয়নাভিরাম অরেঞ্জ ভ্যালিতে দর্শনার্থীর ভিড়

চারদিক সবুজ মাঠে ঘেরা। মাঝখানে বাগানের সারিবদ্ধ গাছের ডালে ঝুলছে হলুদ রঙের বড়ো আকারের থোকায় থোকায় সুমিষ্ট কমলা। কমলার ভারে নুয়ে পড়েছে গাছের ডাল। এমন নয়নাভিরাম কমলা বাগান দেখতে প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শত শত মানুষ আসছেন। কেউ কেউ ছবি তুলছেন পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। অনেকেই কমলা কিনে হাসি মুখে বাড়ি ফিরছেন। সমতল ভূমিতে এমন কমলা বাগানের দেখা মিলবে ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার উত্তর মালগ্গা গ্রামে। বাগানটির নাম দেওয়া হয়েছে বীরগলী অর্গানিক অরেঞ্জ ভ্যালি। উপজেলা কৃষি বিভাগ জানায়, এ অঞ্চলের মাটি কমলা তথা লেবু জাতীয় ফল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। এ জন্য এরই মধ্যে অরেঞ্জ ভ্যালিসহ আরো বেশ কয়েকটি কমলা ও মাল্টা বাগান হয়েছে। এই অরেঞ্জ ভ্যালি সারা দেশে বেশ নাম করেছে।

সূত্র : দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা

সম্পাদকীয়

***১/ দৈনিক যুগের আলো :* শীতের আগাম প্রস্তুতি দরকার**

গ্রামীণ জনপদে আক্ষরিক অর্থে মাঘ মাস আসে শীতের দাপট নিয়ে। কিন্তু এবার পৌষ মাসের শুরুতে উত্তরের বিভিন্ন জেলায় শীত জেঁকে বসেছে। বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। হাড়কাঁপানো শীতে গরিব মানুষের দুর্ভোগ বেড়েছে। তারা আক্রান্ত হচ্ছে সর্দি-কাশি, হাঁচি-জ্বর, হুপিং কাশিসহ শীতকালীন ডায়রিয়ায়। শীত মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি প্রয়োজন। উত্তরাঞ্চলের লালমনিরহাট, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার শীতের অবস্থা তুলে ধরে পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে। এ নিয়ে গত পাঁচ দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়া অঞ্চলে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। দেশে অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তারাও পারে শীতার্ত দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতে। ওষুধ কোম্পানিগুলো এবং চিকিৎসকদের সংগঠনগুলোও বিভিন্ন স্থানে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করে বাড়িয়ে দিতে পারে সহযোগিতার হাত। বিত্তবানদের যৎসামান্য ভালোবাসা ও সহানুভূতিই পারে শীতার্ত মানুষের হৃদয়ে উষ্ণতার পরশ বুলিয়ে দিতে। আসুন আমরা স্ব-স্ব অবস্থান থেকে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াই।

***২/ দৈনিক দাবানল :* অপব্যবহার রোধ করুন, অ্যান্টিবায়োটিকে কাজ হচ্ছে না**

দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার চরমে উঠেছে। সামান্য সর্দিকাশিতেও মানুষ নিজে নিজে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করে। অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স সম্পন্ন করা হয় না। এতে শরীরে থাকা জীবাণু ধ্বংস হয় না, বরং তারা ওই অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা অর্জন করে। পরে জরুরি প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলেও তাতে জীবাণু ধ্বংস হয় না। রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, জীবাণুরা ক্রমেই বেশি করে অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে এবং দেশে এ কারণে প্রতিবছর এক লাখ ৭০ হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। এভাবে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে অ্যান্টিবায়োটিকের সংকট দেখা দিতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ৮৭ শতাংশ করোনা রোগীকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন ছিল মাত্র ৭ শতাংশ রোগীর। তাই চিকিৎসকদেরও সচেতন হতে হবে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি আইনত নিষিদ্ধ। এই আইন কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহারজনিত বিপদ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার উদ্যোগ নিতে হবে।

#

মামুন/রুপাল/মিজান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd সংবাদকক্ষ : ০২৫৮৮৮০৯০৯৬

সংবাদ গতিধারা : ১১২

স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংবাদ, সম্পাদকীয়, গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও ফিচারের সংক্ষিপ্ত সার

রংপুর, মঙ্গলবার, ০২ জানুয়ারি ২০২৪

১। নির্বাচন নিয়ে আমরা কোনো শঙ্কা অনুভব করছি না : আইজিপি

পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন, নির্বাচন নিয়ে আমরা কোনো শঙ্কা অনুভব করছি না। পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি র‌্যাব, আনসার নির্বাচনের দায়িত্বে থাকবে। বিজিবি টহল দিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। সেই সাথে অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররাও একযোগে কাজ করছে। নির্বাচনের স্বস্তিদায়ক পরিবেশ রয়েছে। সোমবার সকালে রংপুর পুলিশ অফিসার্স মেসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন ।

সূত্র : দৈনিক যুগের আলো, দৈনিক তিস্তা সংবাদ

২। পঞ্চগড় ও কুড়িগ্রামে কনকনে শীতে বেড়েছে দুর্ভোগ

পঞ্চগড়ে দুদিন ধরে ঠিকমতো সূর্যের দেখা মিলেনি, কমেছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়া অফিস সূত্র জানায়, গত রবিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২৪ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে নভেম্বর জুড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮ থেকে ২৯-এর মধ্যে উঠানামা করছিল। আকস্মিকভাবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় সর্বত্র কনকনে শীত অনুভূত হচ্ছে। দুদিনের শীতে দুর্ভোগে পড়েছেন ছিন্নমূল ও খেটে খাওয়া মানুষ।

সূত্র : দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা

৩। রংপুরে বই উৎসব উদ্‌যাপিত

রংপুর বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অফিসের আয়োজনে ‘বই উৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত বই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মোঃ আবু জাফর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কমিশনার মোঃ হাবিবুর রহমান। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বিভাগীয় কমিশনার বলেন, ‘বই উৎসব’ একটি মহতী উৎসব। আলো যেমন জাগতিক নিয়মে অন্ধকার দূর করে সব কিছু আলোকিত করে, তেমনি বই মানুষের মনের ভেতরে জ্ঞানের আলো এনে যাবতীয় অন্ধকারকে দূর করে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত করে।

সূত্র : দৈনিক পরিবেশ

৪। রংপুরে শীতবস্ত্র কিনতে ফুটপাতে উপচে পড়া ভিড়

রংপুরে জেঁকে বসেছে শীত। শীতের এই তীব্রতায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন ও প্রাণীকূল। বিশেষ করে খেটে খাওয়া কর্মজীবী মানুষসহ কষ্ট পোহাতে হচ্ছে শিশু ও বয়স্কদের। শীতের এই কষ্ট লাঘবের জন্য নগরীর ফুটপাতে বাহারি পোশাকের পসরা নিয়ে বসেছেন শীতবস্ত্রের ব্যবসায়ীরা। পৌষের তীব্র শীতে ভ্রাম্যমাণ এসব দোকানে ভিড় করছেন নিম্নআয়ের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। গতকাল সোমবার সরেজমিনে ঘুরে দেখা যায়, নগরীর প্রধান ডাকঘরের সম্মুখে, স্টেশন এলাকার বাবুপাড়ায়, লালবাগ, পায়রা চত্বরসহ বিভিন্ন স্থানে বসেছে এসব গরম কাপড়ের অস্থায়ী দোকান। *সূত্র : দৈনিক বায়ান্নর আলো*

৫। কুড়িগ্রামে উৎসবমুখর পরিবেশে বই বিতরণ

কুড়িগ্রামে নতুন বছরে নতুন মোড়কের বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ। সোমবার সকালে কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বই বিতরণে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার মো. শামসুল আলম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নবেজ উদ্দিন সরকার, প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজু মোস্তাফিজ প্রমুখ। *সূত্র : দৈনিক আমাদের প্রতিদিন*

৬। ভোট দেওয়ার অধিকার একটি মানবাধিকার : মানবাধিকার চেয়ারম্যান

ভোট দেওয়ার অধিকার একটি মানবাধিকার অধিকার বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন আহমেদ। তিনি আরও বলেন, প্রত্যেকের অধিকার আছে দেশ পরিচালনার জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করার। গতকাল সোমবার (১ জানুয়ারি) সকালে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক হলরুমে নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে তিনি সংবাদিকদের এসব কথা বলেন। *সূত্র : দৈনিক আমাদের প্রতিদিন, দৈনিক তিস্তা সংবাদ*

৮ । আগাম জাতের আলুর ভালো ফলন , দাম পেয়ে খুশি কৃষকেরা

আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার আগাম জাতের আলু আবাদে বাম্পার ফলন হয়েছে। বর্তমান বাজারে চাহিদার সাথে আলুর দাম বেশি থাকায় কৃষকেরা ব্যাপক লাভবান হচ্ছেন। এখন দিনাজপুরের কাহারোল, চিরিরবন্দরসহ বিভিন্ন এলাকায় চলছে আগাম জাতের আলু তোলার ধুম। ফলন ভালো এবং বাজারে আলুর দাম বেশি থাকায় কৃষকেরা খুশি। *সূত্র : দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা, দৈনিক আমাদের প্রতিদিন*

৯ । পীরগাছায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে উঠান বৈঠক

রংপুরের পীরগাছায় 'শিশু, কিশোর-কিশোরী নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রান্তিক জিওবি খাতের আওতায় কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে উপজেলার সদর ইউনিয়নের অনন্তরাম (বড়বাড়ি) এলাকায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য প্রদান করেন পীরগাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান ও সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা আতিকুর রহমান শাহ্। *সূত্র : দৈনিক বায়ান্নর আলো*

সম্পাদকীয়

১/ *দৈনিক প্রতিদিনের বার্তা :* **এডিস মশার লার্ভা নিয়ে জরিপ**

এডিস মশার লার্ভা বা শুককীট সম্পর্কে ধারণা পেতে রাজধানীতে বর্ষা-পরবর্তী জরিপ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা। বিদায়ি বছরের ডিসেম্বর মাসের জরিপে দেখা গেছে, রাজধানীর বাড়িঘরে এডিস মশার লার্ভার উপস্থিতি ২০২২ সালের বর্ষা-পরবর্তী সময়ের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেড়েছে। জরিপের ফল দেখে সংশ্লিষ্টরা আশঙ্কা করছেন, আগামীতে ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ আকার ধারণ করতে পারে। এ নিয়ে গণমাধ্যমে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। গতবছরও ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। শুধু রাজধানী ঢাকায় অভিযান চালালেই হবে না। ঢাকার বাইরেও ডেঙ্গু বিস্তৃত হয়েছে। কাজেই ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকার বাইরেও অভিযান চালাতে হবে। সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে অভিযান পারিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চালাতে হবে, অভিযানে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

২/ *দৈনিক সকালের বাণী :* **প্রতিটি দিন হোক সুন্দর ও কল্যাণময়**

বিদায় নিল ২০২৩ সাল। স্বাগত ২০২৪। দেশে-বিদেশে কত ঘটনা, হাসি- কান্না, বিষাদ ও উত্তেজনা-সবকিছুকে ছাপিয়ে স্বপ্ন আর দিনবদলের অপরিমেয় প্রত্যাশার রক্তিম আলোয় উদ্ভাসিত ইংরেজি ক্যালেন্ডারের নতুন দিন শুরু হয়েছে গতকাল সোমবার। নতুন বছর নতুন কল্যাণময়ে শুরু হোক আমাদের পথচলা। অন্যান্য বছরের তুলনায় বিদায়ি বছরটি অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে ফেললেও লক্ষ্যচ্যুত হয়নি বাংলাদেশ। দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র, নব্য আধিপত্যবাদ মোকাবিলা করেও অব্যাহত রেখেছে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা। নতুন বছরের কাছে আরও অনেক প্রত্যাশার বীজ বুনে গেছে বিদায়ি বছর। বিগত বছরের ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠা আর সাফল্যকে সংহত করার প্রত্যয় নিয়ে আমরা বরণ করছি নতুন বছরকে। আমরা চাই, উন্নয়ন-অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকুক। প্রত্যাশার জায়গাও কম নয়।

৩। *দৈনিক যুগের আলো :* **সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য গাছ কাটা কতটা যৌক্তিক?**

গাছ পরিবেশের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। মানব জীবনে গাছের উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না। কাঠ, ফল থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু দেখতে পাচ্ছি সবই গাছের অবদান। গাছ আমাদের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষের জীবন বাঁচাতে সহায়তা করে। সবুজ বৃক্ষের সমারোহ মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে আরও প্রখর করে। কিন্তু ইদানীং দেশে চলছে গাছ কেটে সৌন্দর্য বৃদ্ধির হিড়িক লক্ষ করা যাচ্ছে। পরিবেশ আজ গভীর সংকটের মুখে। যুগের আবর্তনে নগরায়ণ হবে, জনগণের চাহিদামাফিক উন্নয়ন হবে। তাই বলে গাছ কেটে কোনো উন্নয়ন করা যাবে না, প্রাণের অস্তিত্বের জন্য গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। একটি গাছ কাটলে দশটি গাছ রোপণ করতে হবে। তাই রাজধানীসহ দেশের যেকোনো অঞ্চলে গাছ কাটা বন্ধসহ পরিবেশ রক্ষায় দেশের প্রতিটি মানুষকে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

#

মামুন/রুপাল/মিজান

প্রেসক্লিপিংস

অর্থবছর	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	প্রেরিত প্রেসক্লিপিংস সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	৬০০	৯৩০

ফিচার

অর্থবছর	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	প্রকাশিত ফিচারের সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	২০	২৫

পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি ফিচার

রংপুরঃ বৃহস্পতিবার ২৫ মাঘ ১৪৩০ : ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

দৈনিক যুগের আলো
আমরা মানবতার পক্ষে
উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক

মোঃ রাইহান হোসেন

রংপুরের নদী, তোমরা কি কোনো কথা কও?

তিস্তা-করতোয়া অববাহিকায় অবস্থিত উত্তরের এক অবহেলিত জনপদ রংপুর। তিস্তার নদীবিধৌত এই অঞ্চলের রয়েছে প্রাণ ও জীবিকার সুদীর্ঘ এক ইতিহাস। অপার সম্ভাবনাময় রংপুর এক কৃষিনির্ভর এলাকা। এ অঞ্চল শিল্প তথা কৃষিশিল্প স্থাপনের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। রংপুরকে বলা হয় উত্তরের খাদ্যভান্ডার। এখানে ধানের পাশপাশি আলুসহ নানা ধরনের সবজি উৎপাদন হয়। এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্প বিকাশের সুবিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। সমগ্র রংপুর জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নদী।

রংপুরের প্রাচীন রেকর্ড থেকে জানা যাচ্ছে, ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিস্তা-করতোয়া অববাহিকায় যে ভয়াবহ বৃষ্টি ও বন্যা হয়েছে, সেটি এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হয়ে আছে। ওই বছরের ২৬শে মার্চ থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টি একনাগাড়ে চার মাস চলেছিল। ফলে সৃষ্টি হয়েছিল বর্তমান সময়ের যমুনা নদী। তিস্তার ওই প্লাবনের ফলে বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের (বৃহত্তর ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা) অনেক নদ-নদীতে পরিবর্তন ঘটে। হঠাৎ করেই প্রকৃতির এই বিরূপ আচরণে রংপুর বিভাগের তিস্তা-করতোয়া অববাহিকার ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়ে যায়। রংপুর শহরের পানিনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীর সরকারি নথিপত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রংপুর ছিল অস্বাস্থ্যকর, নিচু জলাশয় আর ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ একটি শহর। ডা. কৃষ্ণধন ঘোষ (ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা অরবিন্দ ঘোষের পিতা) ছিলেন তৎকালীন রংপুর জেলার সিভিল সার্জন। তিনি রংপুর শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে নিজ উদ্যোগে সাত মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করেন। খালটি উত্তরের চিকলি ও কুকরুল বিল এবং শহর থেকে পাঁচ মাইল পশ্চিমে ঘাঘট নদের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে ওই বিল দুটির অতিরিক্ত পানি এবং শহরের যাবতীয় তরল বর্জ্য এবং অতিরিক্ত আবদ্ধ পানি নির্গমনে সহায়ক হয়েছিল। প্রায় একই সময়ে রংপুরে কর্মরত কালেক্টর মিস্টার ক্রাইন উদ্যোগ গ্রহণ করে শহরে আরেকটি খাল খনন করালেন। প্রথম খালটির নাম ঘোষের খাল এবং দ্বিতীয়টি ক্রাইনি খাল নামে পরিচিত। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে এই দুই খালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তী সময়ে ঘোষের খাল পুনঃখননের পর সেটি শ্যামাসুন্দরী খাল নামে পরিচিতি পায়। ডিমলার জমিদার এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রংপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান জানকী বল্লভ সেনের মায়ের নামে খালটির নাম রাখা হয়। ঘোষের খালটির উত্তর-পূর্ব দিকের অংশটি বর্তমানে কেডি খাল নামে পরিচিত। শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালগুলো চলমান থাকায় রংপুর শহরে জনস্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হয়।

১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের যে পঞ্চবার্ষিক জরিপ হয়েছিল, তাতে রংপুর শহরকে সরকারিভাবে সমগ্র বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর শহর হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। পরিসংখ্যানে উল্লেখ রয়েছে, ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে পুরো বঙ্গ প্রদেশের শহরগুলোতে প্রতি বর্গমাইলে বার্ষিক মৃত্যুর গড় হার ছিল ২৪ দশমিক ১ জন। আর রংপুর শহরে প্রতি বর্গমাইলে যা ছিল ১৯ দশমিক ৯ জন।

রংপুর শহরে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রবাহ মিলে মোট সাতটি নদী ও খাল রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক প্রবাহ বা নদ-নদী হলো ঘাঘট, খোকশাঘাঘট, ইছামতী, বুরাইল ও আলাইকুমারী। কৃত্রিম প্রবাহ দুটি হচ্ছে শ্যামাসুন্দরী ও কেডিখাল। পানি নির্গমনের এত বেশি প্রাকৃতিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের অন্য কোনো জেলা শহরে নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রংপুর শহরের পানি নির্গমন ব্যবস্থাপনা ষোলো আনা ভেঙে পড়েছে। বাংলাদেশে এর কারণ খুঁজতে বেশি দূর যেতে হবে না। বাংলাদেশের প্রতিটি মহানগর, জেলা ও উপজেলা শহরের মধ্য দিয়ে কিংবা আশপাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কোনো না কোনো নদী বা খাল। শহরের যাবতীয় তরল বর্জ্য ছোটো-বড়ো নর্দমা ও খালের মাধ্যমে নদীতে গিয়ে পড়ছে। এই নদ-নদীগুলো আগের চেহারায় এখন আর নেই। চিরবহতা বাংলাদেশের অধিকাংশ নদ-নদীর তলদেশ ভরাট হয়েছে এবং ভরাটের পর্যায়ে রয়েছে। এই অবস্থা সৃষ্টির প্রধান কারণ শতাধিক অভিন্ন নদীর পানি একতরফাভাবে প্রত্যাহার, যেটি ঘটে চলেছে দীর্ঘ চার দশক ধরে। ফলে এগুলোর এখন আর ক্ষমতা নেই হঠাৎ করেই বৃষ্টি বা বন্যার অতিরিক্ত পানি ধারণ করার।

রংপুর শহরের নিষ্কাশন ব্যবস্থার যে চিত্র, একই অবস্থা বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি শহরের। এটি এক দিনে ঘটেনি। উন্নয়ন আর নগরায়ণের নামে বিগত প্রায় চার দশকের মধ্যে বাংলাদেশের শত শত শহর-বন্দরে কত হাজার হেক্টর মৃত নদ-নদী, খাল ও জলাভূমি ভরাট করে প্রকৃতিকে ভারসাম্যহীন করে ফেলা হয়েছে, এর সঠিক হিসাব আমাদের জানা নেই। এর পাশাপাশি বন্যা নিয়ন্ত্রণের নামে নদীর উৎসমুখ চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অপরিকল্পিত শত শত রেগুলেটর, স্লুইসগেট, ক্রস ড্যাম, রাবার ড্যাম ইত্যাদি স্থাপনা করে প্রবহমান নদীকে মেরে ফেলা হয়েছে। নগরায়ণ, শিল্পায়ন তথা উন্নয়নের নামে স্রোতস্বিনী নদ-নদীসহ প্রায় বিলুপ্ত অসংখ্য নদী ভরাট করা হয়েছে। এরূপ অপরিণামদর্শী কর্মকা- এখনো অব্যাহত রয়েছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দোহাই দিয়ে যখন যেভাবে খুশি গড়ে তোলা হচ্ছে অবকাঠামো। এতে করে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে চিরায়ত প্রকৃতি-পরিবেশ এবং প্রতিবেশের জীবনীশক্তি। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলা শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো স্রোতস্বিনী নদী বা খাল। প্রতিটি শহর-বন্দর ঘিরে ছিল নদী, খাল, বিল হাওরসহ উন্মুক্ত জলাশয়। ছিল বুকভরে নিশ্বাস নেওয়ার মতো উন্মুক্ত প্রান্তর। সেই বাতাবরণ এখন আর নেই। তথাকথিত উন্নয়নের লাগামহীন ঘোড়া ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে। আগের চেয়ে পানির ব্যবহার বেড়েছে অনেক গুণ। স্বাভাবিকভাবে শহরের মধ্যে নির্মিত পাকা নর্দমা দিয়ে তরল বর্জ্য প্রবাহের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। হঠাৎ করেই অতিবর্ষণ শুরু হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জনজীবন প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। শহরের পানি গড়িয়ে যেতে সময় নেয় কয়েক ঘণ্টা কিংবা দু-তিন দিন।

নদী দূষণ, জলাবদ্ধতার পাশাপাশি রংপুর অঞ্চলের আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো খরা প্রবণতা। পরিবর্তিত জলবায়ু ও কৃষিতে এর প্রভাবের ফলে খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব সারা বিশ্বে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব অতি গভীর। বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার কারণে আমাদের কৃষি ইতোমধ্যেই বেশ চাপের সম্মুখীন। এর সাথে পরিবর্তিত জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এটিকে আরও নাজুক অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কৃষির সাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষ করে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্ক আরও গভীর। জলবায়ু যেহেতু দীর্ঘ সময়ের, তাই এর ভিত্তিতেই কোনো এলাকার কৃষি-সংস্কৃতি গড়ে উঠে। প্রতিটি ফসলের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধাজনক আবহাওয়াগত পরিস্থিতির প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহমান কালের চিরচেনা ঋতুর আবর্তন অনেকটা অনিয়মিত হয়ে গেছে, যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমাদের কৃষি সংস্কৃতির ওপর।

রংপুর অঞ্চল তেমন শিল্পপ্রধান না হলেও দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এখানেও। বিভিন্ন কৃষিপ্রধান শিল্প যেমন রাইস মিল, হিমাগারের পাশাপাশি নানা শিল্পকারখানা, ইটভাটা গড়ে উঠছে সময়ের দাবি মেটাতে গিয়ে। এদিকে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ণের ফলে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। বায়ু দূষণের পাশাপাশি মাটি দূষণ, শব্দ দূষণ এবং পানি দূষণও বাড়ছে একে অপরকে পাল্লা দিয়ে। তিস্তা শুকিয়ে তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলার উপক্রম, শ্যামাসুন্দরীও আজ মরা খালে পরিণত হয়েছে। দখলে-দূষণে বিপর্যস্ত রংপুরের শ্যামাসুন্দরী খাল। ময়লা আবর্জনার ভাগাড় এখন এককালের স্বচ্ছসলিলা এ জলাধার। তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ায় একটু বেশি বৃষ্টি হলেই উপচে পড়ে শ্যামাসুন্দরী। তৈরি হয় জলাবদ্ধতা। মাটি ভরাটে এখন মৃতপ্রায় রংপুরের আরেক ঐতিহ্যবাহী শালমারা নদী। উন্নয়নের পিছু ছুটতে গিয়ে আমরা অরণ্যকে গ্রাস করে নগর গড়ছি। অথচ পরিবেশের এই সামগ্রিক বিপর্যয় মোকাবিলা করে উন্নয়নকে এগিয়ে না নিলে তা টেকসই হবে না। জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, 'নদী, তুমি কোন কথা কও?' সেখান থেকেই এ লেখার শিরোনাম। নদীর আক্ষরিক কোনো ভাষা না থাকলেও কারও কারও কাছে যেন নদীর ভাষা আছে। কবির পক্ষে হয়তো সেই ভাষা বোঝা সহজ। নদীর সেই কথা শোনা গেলে এক সময়ের স্রোতস্বিনী নদীর দূষণে পচে-গলে যাওয়ার চাপাকান্না শুনতে পেত মানুষ। কিশোর কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে চাই 'এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার অঙ্গীকার।' এই দেশকে আমাদের এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে, আমাদের শিশুরা যেন সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে, চলতে পারে, উন্নত জীবন পেতে পারে আর শিক্ষা দীক্ষায় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যেমন তার কাব্যে লিখেছেন, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে', তেমনি আকুলতায় বলতে চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন থাকে সুন্দর পরিবেশে। (পিআইডি ফিচার)

(লেখক: সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়) □

শেষের পাতা
দৈনিক বাংলার আলো
প্রতিদিন নতুন দিন
রোববার
৩১ মার্চ ২০২৪
১৭ চৈত্র ১৪৩০

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণে সৌরবিদ্যুতের ভূমিকা

রুপাল মিয়া

বিদ্যুৎ ছাড়া মানুষ বড়ো একা। কোনো কারণে কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকলে এই একাকিত্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তথ্যপ্রযুক্তির মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ। প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা যেমন বাড়ছে, তেমনি দামও বাড়ছে। বিদ্যুতের মূল্য সমন্বয়ে বিদ্যুতের বহুমুখী ব্যবহার কমানোই কি সমাধান? উত্তর 'না'। বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিকল্প উৎস সন্ধান করে মূল্য হ্রাস করাই হলো উত্তম সমাধান। সৌরবিদ্যুৎ তেমনি একটি বিকল্প উৎস। সৌরবিদ্যুৎ সাশ্রয় ও পরিবেশবান্ধব। এর উৎপাদন খরচ জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচের তুলনায় অনেক কম। তাই, বিশ্বের অনেক দেশ সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে ঝুঁকছে। সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত ও জার্মানি। বাংলাদেশেও সৌরবিদ্যুতের-অপার সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশে সারা বছর প্রচুর সূর্যের আলো থাকে। এটি সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সহায়ক ও অনুকূল। এমন পরিবেশ উচ্চ উৎপাদনশীল সৌরপ্যানেল স্থাপনের বাড়তি সুযোগ-তৈরি করেছে। সৌরবিদ্যুতের এমন সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই সরকার নানা ধরনের সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে কয়েক বছর থেকে বাসাবাড়ি, সেচকাজ এমনকি ছোটো শিল্পপ্রতিষ্ঠানেও সীমিত পরিসরে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সেচব্যবস্থাকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় নিয়ে আসতে কাজ করছে। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড 'সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচপাম্প স্থাপনের মাধ্যমে সেচ' প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২ হাজার সৌরবিদ্যুৎ চালিত অগভীর সেচপাম্প স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। দেশের সবচেয়ে বড়ো সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র হলো তিস্তা সোলার লিমিটেড। এর উৎপাদন ক্ষমতা ২০০ মেগাওয়াট। গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার অনাবাদি ৬৫০ একর জমিতে এই সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছে বেক্সিমকো গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বেক্সিমকো পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড। একটি দেশের মাথাপিছু বিদ্যুতের ব্যবহার সে দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি। বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় ৩০ হাজার মেগাওয়াট। আর মাথাপিছু উৎপাদন ৬০২ কিলোওয়াট ঘণ্টা। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ। তাই বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণে বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির অপরিহার্যতা দেখা দিয়েছে।

এমতাবস্থায় শুধু জীবাশ্ম জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুতের ওপর নির্ভর না করে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর জোর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের মধ্যে সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি। তাই, সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন বাড়াতে শহরাঞ্চলের প্রত্যেকটি ভবনে সৌরপ্যানেল স্থাপনে ভবনমালিকদের উৎসাহিত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে নিজস্ব অর্থায়নে কিংবা সহজশর্তে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সৌরবিদ্যুৎ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সৌরবিদ্যুতের প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে। দেশের সকল স্ট্রিট বাল্ব, দোকানপাটসহ ছোটো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনলে গ্রিডলানের বিদ্যুতের উপর চাপ কমবে। এছাড়া সেচকাজে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার বাড়াতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আরও জোরদার করতে হবে। তবেই দেশের জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুতের ওপর নির্ভরতা কমে আসবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে।

(লেখক : সহকারী তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর।)

দৈনিক আমরা মানবতার পক্ষে
যুগের আলো
উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
বৃহস্পতিবার ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ : ৩০ মে ২০২৪

মৃন্ময় মন্ডল তুষার

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ

'স্মার্ট বাংলাদেশ' বর্তমান সময়ের বহুলব্যবহৃত ও আলোচিত একটি বিষয়। গত কয়েক বছরে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' শব্দ দুটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে বিভিন্নভাবে পরিচিত হয়েছে। আর বিভিন্ন বয়স, শ্রেণি-পেশার মানুষের কাছে ভিন্ন ভিন্ন আবেদন ও অনুভূতি নিয়ে আজ এক মিশ্র অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে এই 'স্মার্ট বাংলাদেশ' ধারণাটি। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে এই স্মার্ট বাংলাদেশ ধারণা। নানা গুণীজন নানাভাবে, নানা আঙ্গিকে আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণাকে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে চারটি স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট, এই চার স্তম্ভের উপর স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ।

বর্তমানে বিশ্বে চলছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগ। দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে দ্রুত গতির যোগাযোগব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) সংবলিত মেশিন ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি বা ডিভাইস, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টারের (থ্রি-ডি প্রিন্টার) ব্যবহারে স্বল্প সময়েই অধিক যন্ত্রপাতি তৈরি-সহ নানা অত্যাধুনিক সুবিধা নিয়ে মানুষের জীবনকে আরও দ্রুত, কর্মদক্ষতায় পরিপূর্ণ ও গতিশীল করতে শুরু হয়েছে এই চতুর্থ শিল্পবিপ্লব। আর এই শিল্পবিপ্লবের সাথেই তাল রাখতে ডিজিটাল বাংলাদেশের ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালের ১২ই ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

স্মার্ট বাংলাদেশের সিটিজেন বা নাগরিকেরা হবেন স্মার্ট। তবে এই স্মার্ট নাগরিক বলতে সুন্দর চাকচিক্যময় পোশাক পরা, চোখে কালো চশমা পরে ব্যাপক সাজগোজ করা নাগরিক বোঝায় না। স্মার্ট নাগরিক বলতে বুঝায়, যিনি আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিজের কাজ সাধন করতে পারবেন; যিনি সরকারি সেবা নিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পারদর্শী হবেন এবং অন্যদেরও নিজের মতো স্মার্ট হতে সাহায্য করবেন। স্মার্ট নাগরিক নিজের করণীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং স্মার্ট পদ্ধতিতে কীভাবে সরকারি-বেসরকারি সেবা গ্রহণ করতে হয়, সে বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা রাখবেন। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অন্যতম হাতিয়ার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহারে স্মার্ট নাগরিক পারদর্শী হবেন এবং কম সময়ের মধ্যেই নিজের কাজ করতে সক্ষম হবেন।

স্মার্ট বাংলাদেশের ইকোনমি বা অর্থনীতিও হবে স্মার্ট। বিষয়টা এমন নয় যে, এই অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকা-ও ব্যাপক চাকচিক্যময় হবে বা ব্যাপক সাজগোজ করে নাগরিকেরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করবেন। স্মার্ট অর্থনীতি বলতে বুঝায়, এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম সময়ে বেশি কাজ নির্ভুল, ঝামেলাহীন ও ঝুঁকিহীনভাবে করা যায়। ধরুন, যেকোনো ধরনের লেনদেনে ধাতব বা কাগজের মুদ্রার পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক ক্যাশ সিস্টেম (যেমন : বিকাশ, নগদ, ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড) ব্যবহার করা হলো স্মার্ট অর্থনীতির একটি দিক। আবার ব্যাংকে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে না দাঁড়িয়ে মোবাইল অ্যাপ দিয়ে টাকা লেনদেন করাও স্মার্ট অর্থনীতির আরেকটি দিক। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদনশীল, পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক এক অর্থনীতিই মূলত স্মার্ট অর্থনীতি।

স্মার্ট বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থাও হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে পারদর্শী এক সরকার ব্যবস্থা, যেখানে সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের কাছে আরও সুন্দর ও সহজভাবে সেবা পৌছে দেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্মার্ট সরকারের নিজস্ব অবকাঠামো ও কর্মপরিকল্পনাতেও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ছোঁয়া থাকবে। ইতোমধ্যেই সরকারি অফিসের সকল ধরনের নথিভিত্তিক কাজ করার জন্য চালু করা হয়েছে 'ডি-নথি' সিস্টেম, যেখানে শুধু ইন্টারনেটের সংযোগ থাকলেই পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে একজন সরকারি কর্মচারী কাজ করতে সক্ষম। আবার জনগণের সেবা সহজীকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই চালু করেছে 'মাই গভ' নামক ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপভিত্তিক সেবা, যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই একজন নাগরিক পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন অনলাইনভিত্তিক সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারবেন। কাজেই যদি কেউ কল্পনা করেন, স্মার্ট সরকার বলতে ব্যাপক সাজগোজ করা সরকারি কর্মচারী-পরিবেষ্টিত সরকারব্যবস্থা, তাহলে সেই চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়। আর এই স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট সরকার, স্মার্ট অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশে যে সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে সেটাই হলো স্মার্ট সোসাইটি বা স্মার্ট সমাজ। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সমাজে কৃষক আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও স্মার্ট পদ্ধতিতে চাষাবাদ করবে, মাছ চাষ করবে, হাঁস-মুরগি ও পশুপালন করবে। কৃষি উৎপাদন, বিপণন ও বাজার ব্যবস্থায় থাকবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লক-চেইন প্রযুক্তি-সহ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের নানা প্রযুক্তির ছোঁয়া। স্মার্ট সমাজের শিল্পব্যবস্থা হবে কম সময়ে অধিক উৎপাদনশীল ও পরিবেশবান্ধব। স্মার্ট বাংলাদেশের সেবাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা হবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে কে কত সহজে, কত দ্রুত সেবা প্রার্থীর কাছে সেবা নিশ্চিত করবে, তা নিয়ে। স্মার্ট সমাজে গড়ে উঠবে স্মার্ট উদ্যোক্তা, যারা নিজেরাও স্মার্ট নাগরিক হবেন, স্মার্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্মার্ট সমাজ গড়ে তুলতেও ব্যাপক ভূমিকা রাখবেন। মূলত স্মার্ট নাগরিক, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার ও স্মার্ট সমাজব্যবস্থা প্রত্যেকটি একে অন্যের উপর নির্ভরশীল ও পরিপূরক। আর এ চারটি স্তম্ভের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে আমাদের স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ।

ইতোমধ্যেই স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে অদম্য গতিতে। 'স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১' ভিশন বাস্তবায়ন করতে সরকার ১৪টি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর আওতায় প্রধান অঙ্গ হবে স্মার্ট শিক্ষা, স্মার্ট স্বাস্থ্যসেবা, স্মার্ট কৃষি, স্মার্ট বাণিজ্য, স্মার্ট পরিবহণ ইত্যাদি। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়েছে, যার বাস্তবায়নে রয়েছে সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ। ২০২১ সালের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' থেকে ২০৪১ সালের 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এর অগ্রযাত্রা কেমন হবে, কী কী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে, তার জন্য সরকার গ্রহণ করেছে 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১'। ইতোমধ্যেই সরকারের প্রায় প্রতিটি দপ্তর নিজস্ব ওয়েবসাইট ও মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য বেশ কিছু সরকারি সেবা নিশ্চিত করেছে। আর সরকারি দপ্তরগুলোও প্রতিনিয়ত আধুনিক ফিচার-সংবলিত সেবা প্রদানের মাধ্যম স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এগিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সরকারের প্রচার মাধ্যমগুলোও জনগণের মাঝে স্মার্ট বাংলাদেশের ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন স্মার্ট কর্মসূচি ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছে।

বিশ্বমানের আধুনিক সুযোগ সুবিধা নিয়ে ইতোমধ্যেই দেশে গড়ে উঠেছে ৩৯টি হাইটেক পার্ক। এগুলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও স্মার্ট বাংলাদেশের এই জোয়ারে দেশকে নানা নাগরিকবান্ধব আধুনিক প্রযুক্তির সৃষ্টিকর্ম উপহার দিতে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৫০১টি ইউনিয়ন পরিষদকে ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় আঁনা হয়েছে। ভূমি নামজারি, জন্মনিবন্ধন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রক্রিয়া, করদাতাদের জন্য ই-টিন সিস্টেম প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সেবা ইতোমধ্যেই ইন্টারনেটভিত্তিক ও স্মার্ট হয়েছে। দেশের মোবাইল নেটওয়ার্কে ইতোমধ্যেই ৫-জি প্রযুক্তির সূচনা হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ সরকার বিদ্যমান দুইটি সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইডথ বাড়ানোর পাশাপাশি তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথেও সংযুক্ত হয়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যেও লেগেছে স্মার্ট বাংলাদেশের ছোঁয়া। ইদানীং অনেকেই সরকারি বিভিন্ন সেবা অনলাইনে নিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। টাকার বদলে কার্ড পেমেন্ট মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এম এফ এস) জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন অফিস ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলোও নিজেদের মধ্যে পেপারলেস ফাইল ওয়ার্ক নেটওয়ার্কিং সিস্টেম গড়ে তুলছে। রোবটিক্স, বিগ ডাটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করা স্মার্ট প্রযুক্তির পণ্যগুলোও দিনদিন জনপ্রিয় হচ্ছে। সরকারের লক্ষ্য হলো, এই প্রযুক্তির ছোঁয়াতে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবন সহজ, সুন্দর ও গতিশীল করা। ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের এক বিষয়। মূল্যস্ফীতি হবে সীমিত, বাজেট ঘাটতি থাকবে ৫ শতাংশের নিচে, রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত হবে ২০ শতাংশের বেশি এবং বিনিয়োগ হবে জিডিপির ৪০ শতাংশ। স্বয়ংক্রিয় ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি-সংবলিত যোগাযোগ, শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প ও সেবাব্যবস্থার পাশাপাশি টেকসই ও পরিবেশবান্ধব সমাজব্যবস্থাই হবে ২০৪১ সালের আধুনিক বাংলাদেশ ।ড় আর এভাবেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' অর্জন করবে স্মার্ট বাংলাদেশের মর্যাদা। প্রধনামন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বপ্নের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনিমার্ণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিরোধ্য ও দুর্বার গতিতে। *(পিআইডি ফিচার) (লেখক : সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান), বাংলাদেশ বেতার, রংপুর)*□

প্রকাশনার ৫৪ বছর
রেজিঃ রাজ-১৯
সংখ্যা ০৭
রোববার
দৈনিক দাবানল
DAINIK DABANOL
উত্তরাঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্র
মহান মুক্তিযুদ্ধের মুখপত্র
রংপুর ০২ জুন ২০২৪ খ্রিঃ । ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বাংলা । ২৪ জিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরী

পিআইডি ফিচার

জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় সরকারের উদ্যোগ

মো. মামুন অর রশিদ

'জনগণ' শব্দটির ব্যবহার কখনো যথার্থ, কখনো আবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অনেকের নিকট 'জনগণ' শব্দটির অর্থ দুর্বোধ্য। অভিধান বলছে, 'জনগণ' অর্থ রাষ্ট্র বা সমাজের অধিকাংশ লোক। 'জনগণ' শব্দের প্রায়োগিক ভিন্নতা থাকলেও 'জনস্বার্থ' শব্দের অর্থ কিন্তু খুবই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। সরকারের নির্দেশে জনগণ বা জনগণের কিয়দংশের স্বার্থে গৃহীত কর্মই জনস্বার্থ। সরকার জনস্বার্থকে প্রাধান্য দিয়েই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের অবাধ প্রবাহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীকে নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' প্রণয়ন করেছে। এ আইনকে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯'-এর পরিপূরক আইন হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইনের মাধ্যমে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ভিত্তি রচিত হয়েছে। যা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' আকারে খুব ছোটো হলেও এই আইনের কার্যকারিতা সুদূরপ্রসারী। কোন কোন তথ্য জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের আওতাভুক্ত হবে, তা আইনে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী, সরকারি অর্থের অনিয়মিত ও অননুমোদিত ব্যয়; সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা; সরকারি সম্পদ বা অর্থ আত্মসাৎ; ক্ষমতার অপব্যবহার বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা; ফৌজদারি অপরাধ বা বেআইনি বা অবৈধ কার্য সম্পাদন; জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কার্যকলাপ এবং দুর্নীতি-সংক্রান্ত তথ্যকে 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য' হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এই আইনের ধারা ৪ অনুযায়ী, কোনো তথ্য প্রকাশকারী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন। আইনের ধারা ৫-এ তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ধারা ৫ অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোনো সঠিক তথ্য প্রকাশ করলে, ওই ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত তাঁর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য প্রকাশের কারণে তথ্য প্রকাশকারীর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলা কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোনো বিভাগীয় মামলা দায়ের করা যাবে না। এছাড়া, তথ্য প্রকাশকারী কোনো চাকরিজীবী হলে শুধু জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের কারণে তাঁকে পদাবনতি, হয়রানিমূলক বদলি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা যাবে না। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে এ রকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যা তাঁর জন্য মানসিক, আর্থিক বা সামাজিক সুনামের জন্য ক্ষতিকর হয় বা তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কোনো প্রকার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না। তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা সম্পর্কে আইনের ধারা ৫-এ বর্ণিত উল্লিখিত নির্দেশনা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের একটি বড়ো পদক্ষেপ। তবে তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত না হয়ে কোনো তথ্য প্রকাশকারী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করলে এই আইন অনুযায়ী তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং এই অপরাধের জন্য তিনি অন্যূন ২ বছর বা অনধিক ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। কোনো সরকারি কর্মচারী উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কোনো ভিত্তিহীন তথ্য প্রকাশ করলে উল্লিখিত দণ্ড ছাড়াও তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। সরকার 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১'-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭' প্রণয়ন করেছে। এই বিধিমালার অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তাকে 'ডেজিগনেটেড অফিসার' হিসাবে দায়িত্ব পালনের বিধান রাখা হয়েছে। এই বিধিমালায় জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে করণীয়, প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়া, পুলিশ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ ফর্ম প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া এই বিধিমালায় জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সত্য তথ্য প্রকাশকারীর জন্য পুরস্কার বা সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যা জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে। দেশে অনেক সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষ রয়েছেন, যাঁরা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথা ভেবে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে ভয় পান। এই আইন নিশ্চিতভাবে ওইসব সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষকে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে উদ্বুদ্ধ করবে। সরকারি কর্মচারীগণও অনেক সময় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি মুখ বুজে সহ্য করেন। এই আইন সরকারি কর্মচারীগণকেও জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশে উৎসাহিত করবে। 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' নিঃসন্দেহে একটি উত্তম আইন। এই আইনের উদ্দেশ্য খুবই মহৎ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এই আইনের রয়েছে কার্যকর ভূমিকা। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। আর এই জনগণের নিরাপত্তার জন্যই এই আইন। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারী প্রত্যেক নাগরিক এই আইনকে নিরাপত্তার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে দেশে কেউ দুর্নীতি করার সাহস পাবেন না। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ এখনো এই আইন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব যে রাষ্ট্র নিয়েছে, তা জনগণকে যত দ্রুত জানানো যায়, ততই দেশের জন্য মঙ্গল। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি প্রচারমাধ্যমসমূহকেই এই প্রচারের দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের প্রত্যেক নাগরিক এই আইন সম্পর্কে জানবেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করবেন, এমনটাই প্রত্যাশা। লেখক : বিসিএস তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তা এবং সিনিয়র তথ্য অফিসার পদে আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এ কর্মরত

দৈনিক আমরা মানবতার পক্ষে
যুগের আলো
উত্তরাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিক
শনিবার ২২ আষাঢ় ১৪৩১ ■ ০৬ জুলাই ২০২৪

ফাতেমা জান্নাতুল ফেরদৌস সুরভী

গুজব ও অপতথ্য প্রতিরোধে নাগরিক সচেতনতা

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রযুক্তির আশীর্বাদপুষ্ট এই পৃথিবীর আধুনিক সন্ত্রাসবাদের এক নতুন অস্ত্র হচ্ছে গুজব। মিথ্যার জালে জড়িয়ে থাকা এই গুজব সত্যকে বিকৃত করে গলাটিপে হত্যা করে। সবসময় আমরা চোখে যা দেখছি, সেটা সত্যি নাও হতে পারে। হতে পারে সেটা সত্যের মুখোশপরা কোনো মিথ্যা কিংবা অপতথ্য। এই অপতথ্যের চোরাস্রোতের বলি হয় হাজারো নিরীহ মানুষ। পদ্মা সেতুকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছেলেধরার গুজব এবং তারই ধারাবাহিকতায় রাজধানীর বাড্ডায় তসলিমা রেনু নামের এক অসহায় মায়ের গণপিটুনিতে মৃত্যু- এই চোরাস্রোতেরই হাজারো ভয়ঙ্কর রূপের এক করুণ রূপ।

গুজব বা অপতথ্য কোনো মতামত নয়, বরং এটি কোনো তথ্য বা সংবাদের অতিরঞ্জিত বা বিকৃত রূপ। সম্পূর্ণ মানবসৃষ্ট মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদকেও গুজব হিসাবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক যুগে গুজবের প্রধান উৎস ও বাহন হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ডিজিটাল বাংলাদেশের আশীর্বাদে সবার হাতে হাতে মোবাইল-ইন্টারনেট সহজলভ্য করে তুলছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহারের এক ভয়ঙ্কর রূপ হচ্ছে এই অপতথ্য প্রচার এবং গুজব রটনা। তার উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেনস্) আগমন এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে নিয়ে গেছে অপব্যবহারের চূড়ান্ত পর্যায়ে। ছবি এডিট, একজনের চেহারা আরেকজনের সঙ্গে যুক্ত করা, কণ্ঠস্বর পাল্টে দেওয়া, এমনকি নিখুঁতভাবে কারও ভিডিয়ো তৈরি করে ফেলাও সম্ভব এই প্রযুক্তির মাধ্যমে। একদল লোক নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এসব ভুয়া ভিডিয়ো ব্যবহার করে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি করছে। তাছাড়া অনেকেই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অতীতের কোনো ভিডিয়ো, ছবি কিংবা সংবাদ ব্যবহার করেও গুজবের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে।

গুজব রটনার দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমটি হতে পারে অনিচ্ছাকৃতভাবে, যা অবচেতন মনে হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়টি হলো স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। প্রতিপক্ষকে আক্রমণ, ব্যক্তিগত আক্রোশ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা রাজনৈতিক দলসমূহের ভাবমূর্তি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের গুজব ছড়ানো হয়ে থাকে। এছাড়াও বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিউ বাড়ানো ও মনিটাইজেশনের জন্য উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে প্রচার করা হয় নানা অপতথ্য। নীল-সাদা জগতে ভাইরালের নেশায় মুহূর্তেই লাইক-কমেন্ট-শেয়ারের মাধ্যমে এই অপতথ্য পৌঁছে যায় সবার হাতে। ভার্চুয়াল দুনিয়ার দুর্নিবার আকর্ষণে কনটেন্ট ও ডিজিটাল ক্রিয়েটর হওয়ার শর্টকাট উপায় হিসাবে অনেকেই বেছে নেন এই গুজবের পথ। যার ফলে গুজব প্রচারের গতি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গুজব প্রতিরোধে সরকার সাইবার নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন-সহ বেশ কিছু প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত বিকৃত তথ্য তথা গুজব মনিটরিং ও এর সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য তথ্য অধিদফতরের 'গুজব প্রতিরোধ ও অবহিতকরণ সেল' এবং 'ফ্যাক্ট চেকিং কমিটি' কাজ করছে। এই ফ্যাক্ট চেকিং কমিটি গুজব প্রতিরোধে নিয়মিত আইকনোটেক্সট ও ভিডিয়ো তৈরি করছে। গুজব প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে এসব আইকনোটেক্সট ও ভিডিয়ো কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া গুজব প্রতিরোধে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ-সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তর কাজ করছে। এর পাশাপাশি গুজবের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বেসরকারি গণমাধ্যম ও জেলা তথ্য অফিসসমূহ বিভিন্ন প্রচারকৌশল বাস্তবায়ন করছে।

কিন্তু গুজব বা অপতথ্যের এই কালো ছায়া এত দ্রুত ডালপালা ছড়াচ্ছে যে, নাগরিক সচেতনতা ছাড়া সরকারের একার পক্ষে এই ডালপালা ছাঁটাই করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, একেবারে অসম্ভবও বটে। গুজব প্রতিরোধে দেশের প্রতিটি নাগরিককে সচেতন হতে হবে এবং গুজবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। এই সচেতনতা শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে। বাস্তব জগতে চায়ের দোকানে শোনা কথা, লোকমুখের উড়ন্ত খবর কিংবা বাতাসে ভেসে বেড়ানো উড়োখবর- সবই হতে পারে গুজবের এক একটি উৎস। তাই হঠাৎ কোনো কথা শোনামাত্রই তা বিশ্বাস করার আগে সত্য-মিথ্য যাচাই করে নেওয়াটা হবে একজন প্রকৃত সচেতন নাগরিকের কাজ। সামাজিক জীবনে গুজব মোকাবিলায় প্রয়োগ করা যেতে পারে সক্রেটিসের 'ট্রিপল ফিল্টার টেস্ট' থিউরি। কোনো তথ্য বিশ্বাস করার আগে সেটা সত্য নাকি মিথ্যা, তথ্যদাতা শুভাকাঙ্ক্ষী নাকি শত্রু এবং তথ্যটি প্রয়োজনীয় নাকি অপ্রয়োজনীয়- এই তিন বিষয় বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াকেই বলা হয় ট্রিপল ফিল্টার টেস্ট। যা ছাঁকনির মতো অপতথ্য ও গুজবকে দূর করে তথ্যকে পরিশুদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে।

বর্তমান সময়ে গুজবের সবচেয়ে বড়ো উৎস হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। গুজব প্রতিরোধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো তথ্য সত্য বলে গ্রহণ করার আগে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে নিতে হবে। সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে কোনো পোস্টে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে গুজবের অন্যতম বড়ো উৎস 'সংগৃহীত (কালেক্টেড) তথ্য' ভালোভাবে যাচাই না করে বিশ্বাস করা এবং প্রচার করা হবে চরম বোকামির শামিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কোনো গ্রুপ বা পেজে মিথ্যা বা ভুল তথ্য দেখলে তাৎক্ষণিকভাবে সেই গ্রুপ বা পেজের অ্যাডমিনকে জানিয়ে পোস্টটি সরানোর উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

প্রচলিত নয় এমন নিউজ সাইট, ওয়েবসাইট কিংবা অনলাইনে প্রাপ্ত তথ্য সত্য বলে ধরে নেওয়ার আগে তা যাচাইড় করে নেওয়াটা খুবই জরুরি। সকল ওয়েবপোর্টাল যে অনলাইন পত্রিকা নয়, এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার এই যুগে এমন হাজারো 'ভুতুরে পোর্টাল' রয়েছে যেখানে মনিটাইজেশন, বিজ্ঞাপন ও ভিউ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মিথ্যা শিরোনামে নানা ধরনের অপতথ্য প্রচার করা হচ্ছে। এসব তথ্যকে সচেতনভাবে এড়িয়ে চলা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রয়োজনে ফ্যাক্ট চেকিং-এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রাপ্ত সন্দেহজনক তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। এই ফ্যাক্ট চেকিং হতে পারে ভার্চুয়াল জগতের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম।

গুজব-বিরোধী সচেতনতার অন্যতম নিয়ামক হতে পারে 'মিডিয়া লিটারেসি' এবং 'ডিজিটাল লিটারেসি'। অনলাইনে কী করা উচিত, কী করা উচিত না; এই সম্পর্কে সাম্যক ধারণা দেয় মিডিয়া লিটারেসি। অন্যদিকে অনলাইনে ভুল তথ্য চিহ্নিতকরণ-সহ তথ্যপ্রযুক্তি-সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যার সমাধানে 'ডিজিটাল লিটারেসি' গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

বর্তমান সময়ে 'গুজব' একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আধুনিক যুগের নেটিজেনদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে গুজব প্রচারকারীরা প্রতিনিয়ত নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে যাচ্ছে, যা নেটিজেনেরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছেন না। এই সুযোগে গুজব 'সুঁচ হয়ে ঢুকে, ফাল হয়ে বেড়ানো'-র মতো সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্বদরবারে এক মহামারির মতো জাল বিস্তার করে যাচ্ছে। গুজবের এই জালকে ছিন্ন করতে হলে গুজবের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই আন্দোলনে সকল গুজব ও অপতথ্য দূরীভূত হয়ে এ দেশ হয়ে উঠবে স্বপ্নের, সত্যের, শান্তির এক উন্নত-স্মার্ট বাংলাদেশ। *(লেখক : বিসিএস তথ্য ক্যাডার কর্মকর্তা এবং তথ্য অফিসার পদে আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এ কর্মরত)* □

গণমাধ্যমের উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

অর্থবছর	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়িত মতবিনিময় সভা
২০২৩-২০২৪	০১	০৬

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এর উদ্যোগে আয়োজিত কয়েকটি মতবিনিময় সভার স্থিরচিত্র

দিনাজপুর জেলাপরিষদ মিলনায়তনে রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উদ্যোগে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত (বৃহস্পতিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)– পিআইডি, রংপুর

গণমাধ্যমের উন্নয়নের লক্ষ্যে রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের উদ্যোগে কুড়িগ্রাম জেলাপ্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকগণের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল আরীফ (সোমবার, ১৩ই মে, ২০২৪)— পিআইডি, রংপুর

গণমাধ্যমের উন্নয়নের লক্ষ্যে রংপুর আঞ্চলিক তথ্য অফিসের আয়োজনে পঞ্চগড় সার্কিট হাউজে জেলার স্থানীয় সাংবাদিকগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন পঞ্চগড়ের অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক আবু সাঈদ (সোমবার, ১০ই জুন, ২০২৪)-পিআইডি, রংপুর

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

অর্থবছর	আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ
২০২৩-২০২৪	১৯ দিন

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের কয়েকটি স্থিরচিত্র

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুরের সিনিয়র তথ্য অফিসার মোঃ মামুন অর রশিদ (বৃহস্পতিবার, ২৭ নভেম্বর , ২০২৩)–পিআইডি, রংপুর

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এর আয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক অফিসের নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা খন্দকার জাকিয়া আক্তার (বুধবার, ২০শে মার্চ, ২০২৪)– পিআইডি, রংপুর

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এর আয়োজনে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন কারমাইকেল কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক মোহাম্মদ শাহ আলম (মঙ্গলবার, ২রা এপ্রিল, ২০২৪)– পিআইডি, রংপুর

আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বার্ষিক ৬০ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে সেশন পরিচালনা করেন সিনিয়র তথ্য অফিসার মোঃ মামুন অর রশিদ (সোমবার, ২৭শে মে, ২০২৪)– পিআইডি, রংপুর

শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২০২৪					
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা……………………………….....৬											
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	৪
						অর্জন	১	১	১	১	৪
১.২ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	২	লক্ষ্যমাত্রা	১	-	১	-	২
						অর্জন	১	-	১	-	২
১.৩ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষিত কর্মচারী	১	সংখ্যা	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	২	লক্ষ্যমাত্রা	১	-	১	-	২
						অর্জন	১	-	১	-	২
১.৪ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি, মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুমের ব্যবস্থা/ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোশাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	১	সংখ্যা ও তারিখ	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	২ তারিখ ২৭/০৯/ ২০২৩ ও ৩১/০৩/ ২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা	১ ২৭/০৯/ ২০২৩	-	১ ৩১/০৩/ ২০২৪	-	২
						অর্জন	১ ২৭/০৯/ ২০২৩	-	১ ০১/০১/ ২০২৪	-	২
২. ক্রয়ের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার **২**											
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	৩১/০৭/ ২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/০৭/ ২০২৩	-	-	-	১
						অর্জন	১১/০৭/ ২০২৩	-	-	-	১
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক কার্যক্রম……………. ২											
৩.১ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্টারে প্রদেয় সেবার বিবরণ ও সেবাগ্রহীতার মতামত সংরক্ষণ	রেজিস্টার হালনাগাদকৃত	২	%	উপপ্রধান তথ্য অফিসার	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
						অর্জন	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

ক্র.	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪					অর্জন ২০২৩-২০২৪
					অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
					১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	[১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] সেবা/অফিস ব্যবস্থাপনা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২৪	২৩/০৩/২৪	৩০/০৩/২৪	০৬/০৪/২৪	-	০১টি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত (১৩/০৩/২০২৪)
২	[২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা চালু অব্যাহত রাখা	[২.১.১] ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের ডাটবেজ হালনাগাদকরণ ও সেবাসমূহ অব্যাহত রাখা	সংখ্যা	৫	৪	৩	২	১	-	ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা অব্যাহত রয়েছে।
৩	[৩.১] ইনোভেশন শোকেজিং	[৩.১.১] আওতাধীন অফিসসমূহের অংশগ্রহণে ন্যূনতম একটি ইনোভেশন প্রদর্শনী (শোকেসিং) আয়োজিত এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচিত	তারিখ	৮	০৯/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	২৩/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	০৮/০৬/২০২৪	আঞ্চলিক তথ্য অফিসের জন্য প্রয়োজ্য নয়
৪	[৪.১] ই-ফাইলের ব্যবহার বৃদ্ধি	[৪.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৮	৮০%	৭৫%	৭০%	৬৫%	৬০%	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-কে এখনো ডি-নথি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
৫	[৫.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[৫.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	৩	২	১	-	তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে।
		[৫.১.২] আওতাধীন অফিসসমূহের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ নিশ্চিতকরণ	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১	-	আঞ্চলিক তথ্য অফিসের জন্য প্রয়োজ্য নয়
৬	[৬.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ।	[৬.১.১] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	১	-	-	বাস্তবায়িত কর্মশালা ০২টি
		[৬.১.২] স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকৃত	তারিখ	৪	২৫/০৩/২০২৪	০৮/০৪/২০২৪	১৫/০৪/২০২৪	২২/০৪/২০২৪	২৯/০৪/২০২৪	২৫/০৩/২০২৪ খ্রি. তারিখে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্ম-সম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪					অর্জন ২০২৩-২০২৪
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
প্রাতিষ্ঠানিক	১৫	[১.১] নির্দিষ্ট সময়ে জিআরএস সিস্টেম, অফলাইন ও অন্যান্য মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি	[১.১.১] অভিযোগ ও নিষ্পত্তিকৃত	%	১২	৯০	৮০	৭০	৬০	-	কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি
		[১.১.১] যদি কোনো দপ্তর/সংস্থায় জিআরএস সিস্টেম কোনো অভিযোগ পাওয়া না যায়, সে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে সভা আয়োজন	[১.১.১.১] স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে সভা আয়োজিত	সংখ্যা		২	-	-	১		০২টি সভা আয়োজন করা হয়েছে
		[১.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[১.২.১] মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৩	১২	১০	৭	৬		মাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত হয়েছে।
সক্ষমতা অর্জন	১০	[২.১] নিজ অফিস ও আওতাধীন অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন (১ম অর্ধবার্ষিকীতে একটি এবং দ্বিতীয় অর্ধবার্ষিকীতে একটি)	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	-	১		০২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে
		[২.২] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন (১ম অর্ধবার্ষিকীতে একটি এবং দ্বিতীয় অর্ধবার্ষিকীতে একটি)	[২.২.১] সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	-	-	১		০২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪					অর্জন ২০২৩-২০২৪
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	১৪	[১.১] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিজ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদপূর্বক ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে উপস্থাপন।	[১.১.১] নিজ দপ্তরের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	৩	২	১	-	ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদপূর্বক ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে উপস্থাপন করা হয়েছে
		[১.২] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদপূর্বক ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে উপস্থাপন এবং প্রকাশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	[১.২.১] আওতাধীন দপ্তর/ সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৭	৪	৩	২	১	-	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রকাশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
বাস্তবায়ন সক্ষমতা উন্নয়ন	১১	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে নিজ দপ্তর এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী দের জন্য কর্মশালা/প্রশিক্ষণ/ সেমিনার আয়োজন। আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা না থাকলে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ/ সেমিনার/ কর্মশালা আয়োজন/ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	৬	১	-	-	-	-	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
		[২.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৫	১	-	-	-	-	০১টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪-এর আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪					অর্জন ২০২৩-২০২৪
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৯	১০	১১	১২	১৩	
প্রাতিষ্ঠানিক	০১	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন নিষ্পত্তি	%	০১	১০০%	৯০%	৮০%	-	-	তথ্য প্রাপ্তির জন্য কোনো আবেদন পাওয়া যায়নি
সক্ষমতা বৃদ্ধি	০২	[২.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[২.১.১] নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০১	১৫-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	-	-	নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
		[২.২] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[২.২.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	সংখ্যা	০১	২	-	-	-	-	তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে ০২টি ফিচার প্রকাশ করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter)

১. রূপকল্প (Vision) ও অভিলক্ষ্য (Mission)

১.১ রূপকল্প (Vision)
সরকার এবং জনগণের মধ্যে তথ্যের সেতুবন্ধ।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)
সরকারের ভাবমূর্তি, নীতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার এবং সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে সহযোগিতা প্রদান।

২. প্রতিশ্রুত সেবাসমূহ

২.১ নাগরিক সেবা :

ক্র. নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির স্থান	ফি/সেবার মূল্য	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফোন ও ই-মেইল	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যার কাছে আপিল বা অভিযোগ করা যাবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০১	প্রেসরিলিজ, ফটোরিলিজ	২ ঘণ্টা	সাদা কাগজে আবেদন	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর	বিনামূল্যে	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com
০২	প্রেসট্রেন্ড , ক্লিপিংস	১ দিন	সাদা কাগজে আবেদন	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর	বিনামূল্যে	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com
০৩	ফিচার	১০ কার্যদিবস	সাদা কাগজে আবেদন	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর	বিনামূল্যে	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com
০৪	তথ্য অধিকার আইন অনুসারে তথ্য সরবরাহ	আইনে নির্ধারিত সময়	নির্ধারিত ফরম (ক)	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপর	তথ্যের ধরণ ও পরিমাণ অনুসারে নির্ধারিত	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	প্রধান তথ্য অফিসার ফোন: ৫৫১০০৮১১ pio@pressinform.gov.bd
০৫	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার আলোকে অভিযোগ নিষ্পত্তি	আইনে নির্ধারিত সময়	নির্ধারিত ফরম (ক-১)	আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর	বিনামূল্যে	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	প্রধান তথ্য অফিসার ফোন: ৫৫১০০৮১১ pio@pressinform.gov.bd

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সেবা :

ক্র. নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির স্থান	ফি/সেবার মূল্য	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ফোন ও ই-মেইল	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যার কাছে আপিল বা অভিযোগ করা যাবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০১	মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মিডিয়া কভারেজে সহায়তা প্রদান	৩ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার চাহিদা পত্র	সংশ্লিষ্ট দফতর	বিনামূল্যে	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com
০২	স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) পাশের জন্য সাংবাদিকদের তালিকা সরবরাহ	৩ কার্যদিবস	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার চাহিদা পত্র	সংশ্লিষ্ট দফতর	বিনামূল্যে	সহকারী তথ্য অফিসার ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৬ rangpurpid@gmail.com	উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com

২.৩ অভ্যন্তরীণ সেবা :

ক্র. নং	সেবার নাম	প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ সময়	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রাপ্তির স্থান	ফি/সেবার মূল্য	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পদবি, ফোন ও ই-মেইল	উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, যার কাছে আপিল বা অভিযোগ করা যাবে
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
০১	শ্রান্তি ও বিনোদন ছুটি (নন গেজেটেড কর্মচারীদের)	৩ কার্যদিবস	সাদা কাগজে আবেদন, বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিসের প্রত্যয়ন	আবেদনপত্র আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর ও বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিস	বিনামূল্যে	উপপ্রধান তথ্য অফিসার আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com	প্রধান তথ্য অফিসার ফোন: ৫৫১০০৮১১ pio@pressinform.gov.bd
০২	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুরি প্রদান(নন গেজেটেড কর্মচারীদের)	৩ কার্যদিবস	বাংলাদেশ ফরম নম্বর-২৫৩৯, বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিস প্রদত্ত সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থের হিসাব	আবেদনপত্র আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রপুর ও বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ অফিস	বিনামূল্যে	উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর, ফোন: ০২৫৮৮৮০৯০৯৪ rangpurpid@gmail.com	প্রধান তথ্য অফিসার ফোন: ৫৫১০০৮১১ pio@pressinform.gov.bd

৩. আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সিটিজেন্স চার্টার-এর লিঙ্ক : আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর-এর কোনো আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা নেই।

৪. আপনার (সেবা গ্রহীতার) কাছে আমাদের (সেবা প্রদানকারীর) প্রত্যাশা

ক্রমিক	প্রতিশ্রুত/কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে করণীয়
১	স্বয়ংসম্পূর্ণ আবেদন জমা প্রদান
২	যথাযথ প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ফিস পরিশোধ করা
৩	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মোবাইল মেসেজ/ইমেইলের নির্দেশনা অনুসরণ করা
৪	সাক্ষাতের জন্য ধার্য তারিখে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই উপস্থিত থাকা
৫	অনাবশ্যক ফোন/তদবির না করা

৫. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	কার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা
১	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক)	নাম ও পদবি : উপপ্রধান তথ্য অফিসার আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রংপুর ফোন : ০২৫৮৮০৯০৯৪ ইমেইল : rangpurpid@gmail.com ওয়েবসাইট : pid.rangpurdiv.gov.bd	৩০ কার্যদিবস
২	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	আপিল কর্মকর্তা	নাম ও পদবি : মোঃ শাহেনুর মিয়া প্রধান তথ্য অফিসার তথ্য অধিদফতর, ঢাকা ফোন : ৫৫১০০৮১১ ইমেইল : pio@pressinform.gov.bd ওয়েবসাইট : pressinform.gov.bd	২০ কার্যদিবস
৩	আপিল কর্মকর্তা নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৬০ কার্যদিবস